উদারনীতিবাদের আলোকে পেশাগত পরিচিতির সংকটঃ একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রে

পিএইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্তির

আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক সমর কুমার মণ্ডল

রিপন বিশ্বাস

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭০০০৩২

রেজি নং- AOOPH1200214

জুন, ২০২৩

উদারনীতিবাদের আলোকে পেশাগত পরিচিতির সংকটঃ একটি দার্শনিক পর্যালোচনা।

(Crisis of Professional Identity in the Light of Liberalism: A Philosophical Analysis)

রিপন বিশ্বাস

Registration No. AOOPH1200214

সারসংক্ষেপ

ভূমিকা-

দর্শনের ছাত্র হওয়ার সুবাদে মূল সত্য হিসাবে এটা বুঝেছি যে জগৎ ও জাগতিক বস্তুর কোনোটিই স্থায়ী বা চিরন্তন নয়। পরিবর্তনশীলতায় জগতের ধর্ম। এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছে সমাজ নামক ধরাছোঁয়াহীন এক ব্যবস্থাপনা। মনে করা হয় মানুষ তার প্রয়োজনীয় সকল চাহিদা সামগ্রী লাভ করেছে এবং একইসঙ্গে তার সম্পদ ও সম্পত্তি সুরক্ষিত থাকবে এই সমাজ উৎপত্তির মধ্যে দিয়েই। আজ একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে শিখেছি মানুষ বড় বেশি অসহায়। আজ গোটা পৃথিবীতেই ঠান্ডা লড়াই সর্বত্র প্রবহমাণ। উত্তর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে আজ বিশ্বের দুর্বলতম দেশগুলি অসহায় বোধ করে চলেছে। ‘তথ্যপ্রযুক্তিগত বিপ্লব’ (Cybernetic Revolution) এর ফলে মানুষ অনেক বেশি অতিমানব হয়ে উঠেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে। আবার একইভাবে মানুষের অবনমন ঘটছে নৈতিকতায়, মূল্যবোধসহ রুচি ও ব্যবহারে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে মানুষ কি তাহলে তার রুচিবোধ, মূল্যবোধ, ভাবাবেগ এগুলিকে চিরকালীনভাবে বিসর্জন দেবে? সমাজের স্বাভাবিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি শিথিল হবার কারণে কি, তা আবার পুনর্গঠনের প্রয়োজন পড়বে?

বিশ্বায়ন মানবসভ্যতাকে আজ অনেক বেশি জটিল ও দুর্বোধ্যতায় পরিপূর্ণ করে তুলেছে। গোটা পৃথিবী জুড়েই যেন প্রতিযোগিতার আসর তৈরি হয়েছে। মানুষের রুচি ও ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে তালমিলিয়ে নতুন নতুন লোভনীয় সম্ভার নিয়ে হাজির বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠান। যা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার অবকাশ বা সামর্থ্য কোনটাই হয়তো আমাদের নেই। সেই 'যন্তরমন্তরে'র মধ্যে যেনো আমরা ঢুকে পড়তে বাধ্য। যার থেকে শিক্ষা-ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা, কৃষি-ব্যবস্থা, সামাজিক আচার-আচরণ, সামাজিক বিশ্বাস কোনটাই মুক্ত হতে পারে নি।

আবার বিশ্বায়নের ফলে এক লহমায় পৃথিবী আজ হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। ফলত নব নব হাতছানি ক্রমশ প্রসারিত। দুনিয়াটা আজ বৈশ্বিক গ্রামে (Global village) পরিণত হয়েছে। ফলে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সবাই এখানে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে গোটা পৃথিবী আজ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। মানবিক মূল্যবোধের অভাব, মানবাধিকার লঙ্ঘন, প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা, পরিবেশ দূষণ, মৌলবাদী চিন্তা-ভাবনা, জাতিগত বৈষম্যের পাশাপাশি আর একটি নতুন সমস্যা এসে হাজির, তা হল পেশাগত পরিচিতির সংকট।

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র-দার্শনিকদের মতে রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য হল জনগণের কল্যাণার্থে কাজ করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাঁরা যে সমস্ত নীতি প্রবর্তন করেন, তা জনগণের কল্যাণ হবে এই ভেবেই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাদের এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত না হওয়ার সম্ভবনা থেকে যেতে পারে। ফলত সব নীতিরই বাস্তবায়নের পথে কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। এই রকমই একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া পেশাগত পরিচিতির সংকটের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।

আজকের যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি সেখানে রয়েছে বিশ্বায়িত অর্থনীতি এবং তদ্-অনুযায়ী রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য ব্যবস্থা। প্রশ্ন হলঃ এই বিশ্বায়িত অর্থনীতি যদি যুগের প্রয়োজনে উদ্ভূত হয়, তাহলে তার চালিকা শক্তি কি নয়া-উদারনীতিবাদ? নয়া-উদারনীতিবাদ এবং বিশ্বায়িত অর্থনীতি পরস্পর নির্ভরশীল। নয়া-উদারনীতিবাদ বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে আবির্ভূত হলেও, যে গুটি থেকে সে খোলস ত্যাগ করেছে তার আবির্ভাব এবং বিবর্তন না জানলে একবিংশ শতাব্দীর এই

প্রান্তবাসীজনের পরিচিতির সংকট জানা এবং বোঝা অধরা থেকে যাবার সম্ভাবনা আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শিল্প বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ইউরোপে এক নবজাগরণ শুরু হয়। যার মধ্যে দিয়ে গতানুগতিক ভাবনা-চিন্তার জগৎ উত্তীর্ণ হয় শিল্প বাণিজ্যের ভাবনার জগতে। ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কৃষিকাজের সঙ্গে সংযুক্ত প্রবহমাণ একজন চাষীর যে ভাবাবেগ, যে অনুভূতি, যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতি তা এই দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত সমাজের মধ্যে একই পদক্ষেপে অগ্রসর হতে পারে না। যার ফলে তাদের মধ্যে দেখা দেয় 'Cultural Lag'। আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক সমাজের এই দ্রুত পরিবর্তনের থেকে সে পিছিয়ে পড়ে। ফলে তার কিছু সংকট তৈরি হয়। এই জাতীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রতত্ত্বের আবির্ভাব ঘটতে দেখা গেছে। এই রকমই একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রতত্ত্ব হল উদারনৈতিক তত্ত্ব। এই উদারনৈতিক তত্ত্বের প্রধানত দুটি দিক আমরা লক্ষ্য করি, তা হল রাজনৈতিক দিক এবং অপরটি হল অর্থনৈতিক দিক। অর্থনৈতিক উদারনীতিবাদের অনিবার্য পরিণতি হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে দোরগোড়ায় হাজির পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনা। যার উদ্দেশ্যই হল মুক্ত বাজারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে ধনসম্পত্তিকে বৃদ্ধি করা।

আমি উক্ত গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভে দেখানোর চেষ্টা করবো পেশাগত পরিচিতির সংকট তৈরি হবার মূলে হল পুঁজিবাদি ভাবনা-চিন্তা অর্থাৎ এই সংকট তৈরি হওয়ার প্রধান কারণ হয়তো লুকিয়ে আছে উদারনৈতিক তত্ত্বের মধ্যেই। তাই উদারনৈতিক তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই এই পেশাগত পরিচিতির সংকটের মূল কারণ কি ? এবং তা থেকে বেরিয়ে আসার আদৌও কোন পথ খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা? সেটা দেখাই আমার গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয়।

গবেষণামূলক প্রশ্ন-

১) পেশাগত পরিচিতির সংকটের মূল কারণ কি?

২) পেশাগত পরিচিতি রক্ষা করার কোন উপায় আদৌও আছে কি?

৩) পেশাগত পরিচিতির সংকটের মূলে উদারনীতিবাদীতত্ত্ব- এই পূর্বস্বীকৃতি কতটা গ্রহণযোগ্য?

আমার এই গবেষণা প্রবন্ধে মূলত আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, উদারনীতিবাদের আলোকে পেশাগত পরিচিতির সংকট কিভাবে আসে এবং কেন আসে? তার একটা বিচারমূলক বিশ্লেষণ করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমি সম্পূর্ণ গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভকে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি এবং এই পাঁচটি অধ্যায়ের শিরোনামগুলি হল-

ভুমিকা-

প্রথম অধ্যায়– পরিচিতি ও পরিচিতির প্রকারভেদ। (Identity and Its Types).

দ্বিতীয় অধ্যায়– পেশাগত পরিচিতি এবং তার গঠন।(Professional Identity and Its Formation).

তৃতীয় অধ্যায়– পেশাগত পরিচিতির সংকট ও বিশ্বায়ন। (Problem of Professional Identity and Globalization).

চতুর্থ অধ্যায়- উদারনীতিবাদ ও তার প্রকারভেদ। (Liberalism and Its Type).

পঞ্চম অধ্যায়–উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পেশাগত পরিচিতির সংকটের তুলনামূলক আলোচনা। (A Comparative Analysis Regarding Professional Identity Crisis in the Light of Liberalism).

মূল্যায়নঃ

আমি প্রথম অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি পরিচিতি কাকে বলে এবং তা কত রকমের হতে পারে। তাই প্রথমেই আলোচনা করব পরিচিতি বলতে কী বোঝায়? সমাজে প্রতিটি মানুষের একাধিক পরিচিতি থাকতে পারে এবং সেই পরিচিতি অনুসারে প্রত্যেকের সামাজিক ভূমিকাও আলাদা আলাদা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পরিচিতি বা Identity[1] শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন (Latin) শব্দ 'Idem' থেকে। যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'The same' অর্থাৎ একই। সাধারণত পরিচিতি বলতে 'Self Identity' কেই বোঝানো হয়ে থাকে। এখানে 'Self Identity' বলতে অনেকে স্মৃতির (Memory) সাহায্যে অভিন্নতাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। যেমন- জন লক। আবার অনেকে মস্তিস্কের (Brain) অভিন্নতা বা এর অভিন্নতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির অভেদকে বোঝাতে চেয়েছেন। যেমন- সুমেকার। আবার বার্নাড উইলিয়ামস্ তাঁর 'Problems of the Self' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের 'Self and the Future' নামক অধ্যায়ে দেহের অভিন্নতার সঙ্গে ব্যক্তির অভেদের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও তা আবশ্যিক শর্ত কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়।

অর্থাৎ পাশ্চাত্য দর্শনে Personal Identity বা ব্যক্তির অভেদ সম্পর্কে অ্যারিস্টটল, জন লক, ডেভিড হিউম, সুমেকার, বার্নাড উইলিয়ামের তত্ত্ব খুব সংক্ষিপ্ত আকারে এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি।

পরিচিতি নামক শব্দটির নানা অর্থ হতে পারে অর্থাৎ পরিচিতি নামক শব্দটি যেমন- মানবজাতির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে, তেমনই আবার অ-মানবজাতির ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে। আমার আলোচনার পরিসর কেবলমাত্র মানব জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কাজেই পরিচিতি বলতে মানবজাতির পরিচিতিকেই বুঝবো। আবার মানবজাতির ক্ষেত্রেও এই পরিচিতি নামক শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই আমি আমার গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভে সমাজস্থ ব্যক্তির পরিচিতি সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শনের দিক থেকেই আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

---

[1] Lawler, Steph, *Identity*, Cambridge, Polity Press, 2014, P-10.

এখন দেখা যাক এই পরিচিতি কত রকমের- এই পরিচিতি বিভিন্ন রকমের হতে পারে। তবে প্রাথমিকভাবে সমাজস্থ মানুষের পরিচিতি দুইভাবে নির্ধারিত হতে পারে -

(১) আরোপিত অর্থে অর্থাৎ একজন ব্যক্তির জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সমাজে তার যে পরিচিতি যেমন- লিঙ্গগত, ধর্মগত, জাতিগত প্রভৃতি; এবং

(২) অর্জিত অর্থে অর্থাৎ নিজের চেষ্টায় একজন ব্যক্তি তার বুদ্ধি ও দক্ষতার দ্বারা সামাজিক পরিচিতি অর্জন করতে পারে। এছাড়াও সামাজিক ভূমিকা হিসাবে একজন ব্যক্তির পরিচয় বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- গোষ্ঠীগত, ভাষাগত, পেশাগত, সংস্কৃতিগত ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি পেশাগত পরিচিতি এবং তার গঠন বিষয়ে। সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মানুষই কোন না কোন পেশার মধ্য দিয়েই জীবিকা অর্জন করে থাকে। তাই আমরা প্রথমেই জানার চেষ্টা করবো এই পেশা কাকে বলে? অর্থাৎ পেশার ব্যাখ্যা কি? পেশা শব্দটি এসেছে ফার্সী ভাষা থেকে, যার অভিধানগত অর্থ হল 'বৃত্তি'। আর এই 'বৃত্তি' শব্দটির ইংরেজি অর্থ Occupation, কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে পেশা বলতে বিশেষ এক ধরনের বৃত্তিকে বোঝায় যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Profession, সাধারণভাবে Occupation আর Profession শব্দ দুটি প্রচলিত অর্থে সমার্থক মনে হলেও শব্দ দুটির অন্তর্নিহিত অর্থ এক নয়। তবে সাধারণভাবে বৃত্তি বলতে আমরা যে কোন কাজকেই বুঝে থাকি।

রবার্ট এল বার্কার তাঁর 'Dictionary of Social Work' গ্রন্থে পেশার ব্যাখ্যায় বলেছেন- পেশা হল জীবিকা অর্জনের জন্য বহুদিন ধরে সিলেবাসের আওতায় থাকা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, সেই জ্ঞানকে যখন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে তথা জীবন ধারনের উপায় হিসেবে প্রয়োগ করা যায়, তখন তাকে পেশা বলে বিবেচিত করা হয়ে থাকে। আর এই পেশার ভিত্তিতে একজন ব্যক্তির যে পরিচিতি গড়ে ওঠে তাকেই পেশাগত পরিচিতি বলে।

উইলবার্ট ই মোর তাঁর 'The Profession: Rule and Rules' গ্রন্থে পেশাগত পরিচিতির ব্যাখ্যায় বলেছেন- পেশাগত পরিচিতি বলতে সমাজে অবস্থিত কোন শ্রেণী নিজস্ব পেশার ভিত্তিতে যে পরিচয় গড়ে ওঠে, তাকেই পেশাগত পরিচিতি বলে। এই পেশার ভিত্তিতে তার সামাজিক মান-মর্যাদা, অর্থনৈতিক অবস্থা, বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে।

পেশাগত পরিচিতির সংগঠন এবং উন্নয়ন আসলে ব্যক্তিগত পরিচিতি গঠনের মধ্যেই অন্তর্নিহিত। এই পেশাগত পরিচিতি নির্মাণের বিষয়টি মানুষের জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয়ে যায় বলে মনে করা হয়। কারণ লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম প্রভৃতি পরিচিতির সংমিশ্রণেই গড়ে ওঠে। এই পরিচিতি কোন ব্যক্তি নিজেকে কিভাবে চিহ্নিত করবে বা অন্যদের কাছে সে নিজে কিভাবে চিহ্নিত হবে তা এই পরিচিতি গুলির সংমিশ্রণেই সম্ভব হতে পারে। ধরা যাক, আমরা বলতে পারি, বিমল নিজেকে সৎমানুষ হিসাবে দেখে কিন্তু অন্যান্য লোকেরা বিমলকে শিক্ষক হিসাবে চেনেন। অর্থাৎ বিমলের পরিচয় শুধুমাত্র সৎ মানুষ বা শুধুমাত্র শিক্ষক হিসাবে নয়, তার পরিচয় সৎ-শিক্ষক হিসাবেও। এখানে সে না চাইলেও তার পরিচয় তার পেশার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। পেশাগত পরিচয়ের মধ্যে রয়েছে মূল্যবোধ, অনুভূতি, বোঝা পড়ার মনোভাব, সেইসঙ্গে পটভূমি, জাতিসত্তা এবং সংস্কৃতি। এটি তাদের পেশার মধ্যে মানুষের অবস্থা, তাদের ভূমিকা, দায়িত্ব, অন্যদের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং সহকর্মীদের সঙ্গে তারা কিভাবে সম্পর্কগুলি উপলব্ধি করে তার সাথে সম্পর্কিত।[2]

আমি তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি পেশাগত পরিচিতির সংকট ও বিশ্বায়ন বিষয়ে। এখন দেখা যাক এই পেশাগত পরিচিতির সংকট কিভাবে আসে এবং কেন আসে? বিভিন্ন ধরনের পেশাগত পরিচিতি কালের নিয়মে অর্থাৎ বিশ্বায়নের ফলে উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তিগত নানা দিক থেকে পিছিয়ে পড়া

---

[2] Antonio Bolívar Botía, Jesús Domingo Segovia, Purificación Pérez-García. Crisis and Reconstruction of Teachers' Professional Identity: The Case of Secondary School Teachers in Spain. The Open Sports Science Journal, Bentham Open, 2014, pp-106-112.

মানুষেরা তাদের বংশানুক্রমিক ঐতিহ্যবাহী পেশাকে হারাতে চলেছে। সাধারণত যেকোন বিষয়ই সংকটের সম্মুখীন হয় তার কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে বা সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারলে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন বিশ্বায়ন কাকে বলে এবং বিশ্বায়নের মূল বৈশিষ্ট্য কি? সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, বিশ্বায়ন একটি সামগ্রিক ধারণা, যার মাধ্যমে সারাবিশ্বে পণ্য ও সেবার অবাধ প্রবাহ এবং বিনিময় সংঘটিত হয়ে চলেছে। শিক্ষা, গবেষণা, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদিত পণ্য, সংস্কৃতি কোন নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

এ গিডিংস তাঁর 'Europe in the Global Age' গ্রন্থে বিশ্বায়ন সম্পর্কে বলেছেন যে, বিশ্বায়ন হল বিশ্বব্যাপী সামাজিক সম্পর্ক সমূহের ঘনীভবন। আবার মার্টিন এলব্রো বলেন বিশ্বায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে পৃথিবীর যাবতীয় মানুষ একটি বৈশ্বিক সমাজে (Global Society) অন্তর্ভুক্ত হয়।

উক্ত আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে এই সমস্যা লুকিয়ে আছে বিশ্বায়ন নামক তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই। বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল মুক্ত বাজার। আর এই মুক্ত বাজারই হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। এই মুক্ত বাজারের মূল ভিত্তি হল ব্যক্তিস্বাধীনতা। যা থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় পুঁজিবাদের। আর পুঁজিবাদের ধর্ম হল অর্থনৈতিক বৈষম্য, যা সমাজে একটি শ্রেণীর মানুষের পেশাগত পরিচিতির সংকট তৈরি করতে পারে। এই বিশ্বায়নের ফলে বর্তমান সমাজে দুভাবে পেশাগত পরিচিতির সংকট তৈরি হতে পারে- বংশপরম্পরা পেশা থেকে বেরিয়ে না আসতে পারার কারণে, এবং অপরপক্ষে বংশগত ঐতিহ্যপূর্ণ পেশাকে টিকিয়ে রাখতে না পারার কারণে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় এক সময়ে হস্ত চালিত তাঁতশিল্পীদের তৈরি শাড়ি তাদেরকে জগৎ বিখ্যাত করেছিল কিন্তু বর্তমানে বিশ্বায়নের ফলে তারা তাদের সেই ঐতিহ্যবাহী পেশাকে ধরে রাখতে না পেরে, তারা আজ দিশাহারা হয়ে পড়েছে। ফলে তাদের একটি সংকট দেখা দিয়েছে এবং তা হল পেশাগত পরিচিতির সংকট।

চতুর্থ অধ্যায়ে আমি উদারনীতিবাদ এবং তার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। রাষ্ট্রদর্শনে জনকল্যাণের জন্য আজ পর্যন্ত যে সমস্ত তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আছে উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্ব। ইংরেজি শব্দ 'Liberalism' যার বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা ব্যবহার করি 'উদারনীতিবাদ'। এই 'Liberalism' নামক ইংরেজি শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ 'Liber' এর থেকে।[3] যার ইংরেজি অর্থ হল 'Liberty' অর্থাৎ স্বাধীনতা। কখনো কখনো এই 'Liber' শব্দটির অর্থ বলতে বোঝানো হয়ে থাকে মুক্ত মানুষের শ্রেণীকে। আবার কখনো কখনো ভূমিদাসের মতো দায়বদ্ধ কৃষক বা ক্রীতদাসদের থেকে ভিন্ন এমন মানুষদেরও বোঝানো হয়ে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে উদারনীতিবাদের মূল বিষয়টি হল- স্বাধীনতা।

উদারনীতিবাদের কোন একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা না পাওয়া গেলেও আমরা উদারনীতিবাদকে এভাবে ব্যাখ্যা দিতে পারি যে, উদারনীতিবাদ হল এমন একটি চিন্তাদর্শন, যেটি সকল প্রকার কর্তৃত্ববাদ ও নিয়ন্ত্রণবাদের বিরোধিতা করে, ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং তার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের মহৎ মর্যাদাকে সুনিশ্চিত করে। প্রকৃতপক্ষে উদারনীতিবাদ যাবতীয় স্বৈরাচারী নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের কবল থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করে তাকে যথার্থ স্বাধীন করে তুলতে চায়। তাই উদারনীতিবাদ হল ব্যক্তিস্বাধীনতা ও উদার মানবিক চেতনার দিগ্‌দর্শনস্বরূপ।

Encyclopaedia Britannica (vol-13) অনুসারে উদারনীতিবাদ হল এমন একটি ধারণা, যা সরকারের কার্যপদ্ধতি ও নীতি হিসাবে, সমাজ গঠনের নীতি হিসাবে এবং ব্যক্তি ও সমাজের একটি জীবনাদর্শ হিসেবে স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে। অন্যভাবে বলা যায়, উদারনীতিবাদ হল এমন একটি স্বাধীন জীবনের কণ্ঠস্বর, যা ব্যক্তির চিন্তা, বিশ্বাস, মতপ্রকাশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিমাণ স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ায় বা কথা বলে।

---

[3] Heywood, Andrew, *Political Ideologies: An Introduction*, 4th Edition, Palgrave Macmillan, New York,2007, p-23.

উদারনীতিবাদকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা-সনাতনী উদারনীতিবাদ (Classical Liberalism), আধুনিক উদারনীতিবাদ (Mordern Liberalism) ও নয়া-উদারনীতিবাদ (Neo-Liberalism).

সাবেকী বা ধ্রুপদী বা সনাতনী উদারনীতিবাদ (Classical Liberalism):

সাবেকী বা সনাতনী উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্ব এমন একটি রাজনৈতিক দর্শন এবং মতাদর্শ, যা সরকারের সীমিত ক্ষমতা, ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করে। অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের যাবতীয় স্বাধীনতার সুরক্ষা সুনিশ্চিত করাই হল রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ হলেন জন লক, জেরেমি বেন্থাম, জেমস মিল প্রমুখ। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, সাবেকী উদারনীতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হতে পারে- ব্যক্তি স্বাধীনতা, রাষ্ট্রের সীমিত ক্ষমতা, পৌরস্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রভৃতি।

জন লকই প্রথম দার্শনিক, যিনি ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। লক তাঁর 'Two Treatise of Government' গ্রন্থে বলেছেন প্রকৃতির রাজ্যে (State of Nature) মানুষ তিন ধরনের অধিকার ভোগ করতো, যথা-জীবন, সম্পত্তি এবং স্বাধীনতা। "There are natural rights, though, which Locke usually referred to as 'life, liberty, and property."[4] এই তিনটি অধিকার জনগণের মৌলিক অধিকার। যুক্তির মধ্য দিয়ে যখন জনগণ প্রকৃতির রাজ্য (State of Nature) থেকে বেরিয়ে এসে রাষ্ট্র তৈরী করল, তখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল এই তিনটি অধিকার রক্ষা করা।

সাবেকী বা সনাতনী উদারনীতিবাদের অপর একজন অন্যতম তাত্ত্বিক হলেন জেরেমী বেন্থাম। স্মিথের মতো বেন্থামও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুক্ত বাণিজ্য নীতিটিকে সমর্থন করেছিলেন। উপযোগীতা নীতির ভিত্তিতে তিনি এই নীতিকে সমর্থন করেছেন ।

---

[4] Ball, Terence, *Ideals and Ideologies a Reader*, Pearson, New York, p-55.

কিন্তু তিনি অবাধ বানিজ্যের উপর সরকারী হস্তক্ষেপের সম্পূর্ন বিরোধী ছিলেন না। বেন্থাম তাঁর 'An Introduction to The Principle Morals and Legislation' গ্রন্থে উপযোগীতার নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন–"The greatest happiness of the greatest number of people." [5] বা সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখের ধারণা।

আধুনিক উদারনীতিবাদ (Mordern Liberalism):

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এর ধারণার সাথে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনার সংমিশ্রণে আধুনিক উদারনীতিবাদের জন্ম। আধুনিক উদারনীতিবাদ ব্যক্তিবর্গের আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ইতিবাচক অংশগ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন। আধুনিক উদারনীতিবাদের দার্শনিকগণ হলেন টি.এইচ. গ্রীন, জন স্টুয়াট মিল প্রমূখ। কিন্তু আধুনিক উদারনীতিবাদে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আছে তার মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তিস্বাধীনতা, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি, সাংবিধানিক পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তন, আইনের অনুশাসন ও ন্যায়বিচার, জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রনীতি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের স্বীকৃতি এবং সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল বক্তব্য হল- জনকল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সীমারেখাকে প্রসারিত করা। তাই জনকল্যাণকর রাষ্ট্রকে 'Theory of State Regulation' নামে অভিহিত করে থাকেন।

জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের জনক বলা হয় Lord William Beveridge- কে। কারণ ১৯৪২ সালে বিট্রেনের 'Social Insurance and Allied Service' সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সরকারের কাছে তিনি প্রথম পেশ করেন। আর এই প্রতিবেদনে তিনি রাষ্ট্রের কর্তব্যগুলিকে তুলে ধরেন। যেমন- স্বাস্থ্য পরিষেবা, সামাজিক নিরাপত্তার মতো জনসাধারণের প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সমূহ। আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট (Roosevelt) এর 'New Deal' এবং রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান (Truemen) এর 'Fair Deal'

---

[5] Bentham, Jeremy, *An Introduction to The Principle Morals and Legislation*, Batoche Books, Kitchener, 2000.

কর্মসূচীতে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা ব্যক্ত হয়। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্র দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর একটা সন্তোষজনক সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। কোলে (G.D.H. Cole) এর মতে কল্যাণকর রাষ্ট্র হল "The welfare state is a society in which an assured minimum standard of living and opportunity becomes the possession of every citizen."[6] অর্থাৎ তিনি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বলতে একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থাকে বোঝাতে চেয়েছেন। যেখানে সকল জনগণের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সমান সুযোগ-সুবিধা বর্তমান থাকে। আবার হবম্যান (Hobman) এর ভাষায়- "A compromise between the two extremes of Communism on the one hand and unbridled Individualism on the other."[7] অর্থাৎ জনকল্যাণকর রাষ্ট্র হল সমাজতন্ত্র ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় সাধনের ফল। আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য- মিশ্র অর্থনীতি অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি।

টি.এইচ. গ্রীন জনকল্যাণমুখী কার্য সম্পাদনে রাষ্ট্রের সদর্থক ভূমিকার প্রসঙ্গটি প্রথম তাত্ত্বিক আকারে তুলে ধরেন। তিনি তাঁর 'Liberal Legislation and Freedom of Contract' গ্রন্থে স্বাধীনতার সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, স্বাধীনতা শব্দটি অত্যন্ত সতর্কভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত। স্বাধীনতা বলতে যে কোন বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তিকে বোঝায়, কিন্তু যা কিছু করার ক্ষমতাকে বোঝায় না। অন্য ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকারক এমন কিছু করাকে স্বাধীনতা বলে না। স্বাধীনতা বলতে বোঝায় কোন কিছু করা বা ইতিবাচক ক্ষমতার প্রয়োগ যা অপর ব্যক্তি একইভাবে ভোগ করে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, মালিককে যদি শ্রমিকের সঙ্গে কোন অনৈতিক

---

[6] *The Indian Political Science Review*, Department of Political Science, University of Delhi, 1978, page-192.

[7] Johari, J. C, *Comparative Politics*, Sterling Publishers, 1972, p-93.

শোষণমূলক চুক্তি সম্পাদনে বাধা দেওয়া হয় তাহলে মালিকের স্বাধীনতা সাময়িকভাবে ক্ষুন্ন হতে পারে কিন্তু সেই নিয়ন্ত্রণ প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক ও মালিক উভয়েরই স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করে।

নয়া-উদারনীতিবাদ (Neo-Liberalism):

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে কেইনসীয় অর্থনীতি ও কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের তত্ত্ব জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। তার কারণ উৎপাদনের শ্লথতা, দ্রব্যসামগ্রীর ও পরিষেবার আপেক্ষিক মূল্যে সমন্বয়ের অভাব। অর্থনৈতিক জীবনে বিশৃঙ্খলা এবং বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনের মাত্রাতিরিক্ত জঙ্গি মনোভাব। সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় উদারনীতিক গণতন্ত্রের পশ্চিমী দেশগুলিতে উদারনীতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের নতুন মূল্যায়ন নয়া-উদারনীতিবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে।[৮]

এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে উদারনীতিবাদি দর্শনের নবপ্রজন্মের চিন্তাবিদরা বিংশশতাব্দীর অষ্টমদশকে নয়া-উদারনীতিবাদী তত্ত্বের অবতারণা করেন। নয়া-উদারনীতিবাদের মূল বক্তব্য হল- ন্যূনতম রাষ্ট্র, উন্মুক্ত বাজার এবং সেইসঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতা। নয়া-উদারনীতিবাদের প্রধান প্রবক্তাগণ হলেন- ফ্রিডরিক ফন হায়েক, জন রলস্ এবং রবার্ট নোজিক প্রমূখ।

নয়া-উদারনীতিবাদ হল এক ধরনের বাজার মৌলবাদ। বাজার মৌলবাদ বলার কারণ হল বাজার হল সমগ্র সমাজব্যবস্থার অন্যতম চালিকা শক্তি। আর এই বাজারকে সরকারের চেয়ে উন্নত ব্যবস্থা বলে মনে করা হয়। তাই নয়া-উদারনীতিবাদ যদি বাজার মৌলবাদের কথা বলে তাহলে মুনাফার সর্বোচ্চস্তরে উন্নীতকরণকে বোঝায়। “Neo-liberalism meant the unambiguous reassertion of the maximization

[8] Heywood, Andrew, *Political Ideologies: An Introduction*, 4th Ed. Palgrave Macmillan, 2007, p-52.

of the profit rate in very dimension of activity.”[9] এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নয়া-উদারনীতিবাদ রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ও বিপুল ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মুক্ত বাজার ব্যবস্থার কথা বলতে। নয়া-উদারনীতিবাদের প্রধান দুটি স্তম্ভ হল-‘ব্যক্তি’ ও ‘বাজার’। আর যার মূখ্য উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কাজের পরিধি সঙ্কুচিত করা। নয়া-উদারনীতিবাদ হল নয়া অধিকারের পুনরুজ্জীবন ঘটানো। নতুন নতুন আর্থনীতিক ক্ষেত্রে বাজারের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ব্যক্তির অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা।

নয়া-উদারনীতিক রাষ্ট্র-তত্ত্বের চিন্তা-ভাবনা যাঁরা শুরু করেছিনেন তাঁদের ধ্রুপদী উদারনীতির প্রতি ছিল গভীর আনুগত্য। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফ্রিডরিক ফন হায়েক। হায়েক তাঁর ‘The Constitution of Liberty’ গ্রন্থে উদারনীতিবাদ সম্পর্কে বলেছেন– উদারনীতিবাদ হল প্রধানত রাষ্ট্রের পীড়ন মূলক ক্ষমতার ওপর বিধি নিষেধ আরোপ। “Liberalism is concerned mainly with limiting the coercive powers of all government whether democratic or not.”[10]

বিংশ শতাব্দীর নয়া-উদারনীতিবাদী চিন্তা-ভাবনার জগতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হলেন মার্কিন চিন্তাবিদ জন রলস্। তিনি ন্যায়বিচার সংক্রান্ত সুবিবেচিত চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার জগতে রাষ্ট্রের কল্যাণকর ভূমিকার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি সুরক্ষিত ও স্বাধীন থাকবে এই ভেবে নয়া-উদারনীতিবাদী তত্ত্বের প্রচার করেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘A Theory of Justice’ (১৯৭১ সালে) এবং ‘Political Liberalism’ (১৯৯৩ সালে) গ্রন্থদ্বয়ে ন্যায়বিচার সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর ন্যায়বিচার তত্ত্বের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে দিয়ে নয়া-উদারনৈতিক দর্শনের এক নতুন প্রানসঞ্চার করে তাকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

---

[9] Saville, John, and Miliband, Ralph, *The Socialist Register*, United Kingdom, Merlin Press, 2003.

[10] Miller, Eugene F, *The constitution of Liberty*, IEA, London, p-103.

জন রলস্ রাষ্ট্রদর্শনকে উপযোগবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিকতার ভিত্তিস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। আমরা সকলেই জানি বেন্থামীয় উপযোগবাদের মূল বক্তব্য ছিল যে, রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হল সমাজের বেশিরভাগ অর্থাৎ সংখ্যাধিক্য মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখের ব্যবস্থা করা। জন রলস্ এই বক্তব্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, প্রথমত- সংখ্যাগরিষ্ঠের মঙ্গল চাওয়া যদি এই দর্শনের মূল লক্ষ্য হয়, তাহলে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ কে দেখবে? আবার দ্বিতীয় আপত্তিটি হল সর্বাধিক প্রার্থীর সুখ আনাই যদি প্রত্যেক ব্যক্তির মূল লক্ষ্য হয় তাহলে সমাজজীবনে ব্যক্তির ত্যাগ স্বীকারে নৈতিকতার কোন মূল্য থাকে না। অথচ আত্ম ত্যাগ হলো এক মহৎ নৈতিক মূল্যবোধ। এজাতীয় নৈতিক মূল্যবোধ ব্যতিরেকী কি আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব?

জন রলস্ তাঁর ‘A Theory of Justice’ গ্রন্থে সামাজিক ন্যায় বিচারের সংজ্ঞায় বলেছেন- “The conception of justice I take to be defined by the role its principles in assigning rights and duties and in defining the appropriate division of social advantages. A conception of justice is an interpretation of this role.[11]” সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে অধিকার ও কর্তব্য বন্টন করে দেওয়া এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধা গুলি যথাযথভাবে বন্টন করা, এই কাজগুলি যে পদ্ধতির সাহায্যে সম্পাদন করা হয় তাকে ন্যায়-বিচার বলা যাবে।

তিনি ন্যায়বিচারের ধারণাটিকে জন লক, রুশো এবং কান্ট প্রমুখের সামাজিক চুক্তি থেকে গ্রহণ করেছেন, অর্থাৎ “The traditional theory of the social contract as represented by Locke, Rousseau, and Kant.”[12]

---

[11] Rawls, John, *A Theory of Justice*, United Kingdom, Harvard University Press, 2005, p-10.

[12] Rawls, John, *A Theory of Justice,* Harvard University Press, 1971, p-xviii.

রলস্ দেখিয়েছেন, প্রারম্ভিক অবস্থানে অজ্ঞতার ঘেরাটোপের মধ্যে মানুষ কতগুলি- সামাজিক, প্রাথমিক জিনিস (Social Primary Goods) লাভ করার জন্য চুক্তি করেছে। তিনি মনে করেন ব্যক্তি হল স্বাধীন, নৈতিক, যুক্তিগ্রাহী এবং আত্মস্বতন্ত্র। ব্যক্তির এই ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করে রলস্ বলতে চেয়েছেন যেহেতু তারা অজ্ঞতার ঘেরাটোপে ছিল অর্থাৎ চুক্তিকারিরা চুক্তির মধ্যে দিয়ে সমাজব্যবস্থায় কতটা ক্ষমতা ভোগ করবেন তা জানতো না বলেই, প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রাথমিক জিনিসগুলিকে যতদূর সম্ভব ন্যায্যভাবে বন্টন করার নীতি তারা গ্রহণ করেছিল। এইভাবে রলস্ তাঁর ন্যায়নীতি তত্ত্বে বলতে চেয়েছেন সমাজে সবরকমের সামাজিক প্রাথমিক জিনিস- স্বাধীনতা, সুযোগ, আয়, সম্পদ এবং আত্মমর্যাদা দানকারী বিষয়গুলি সমভাবে বণ্টিত হওয়া উচিৎ। এই বিষয়গুলি অসমবন্টন করা যেতে পারে, যদি তার দ্বারা সমাজে সবচেয়ে অসুবিধায় আছে এমন এক শ্রেণীর মানুষের উপকার হয়। এই কাজ করতে গিয়ে রলস্ ন্যায়নীতির দুটি মূল নীতির এবং দুটি অগ্রাধিকারের বিধির কথা বলেছেন।[13] রলস্ এর ন্যায়নীতির **প্রথম নীতিটি হল**- সকলের জন্য মৌল স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা।

দ্বিতীয়টি হল- সকলের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ন্যায়সম্মত সমতা। এই দুই নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুটি অগ্রাধিকারের নীতি- (a) **প্রথমতঃ** স্বাধীনতার গুরুত্ব সুযোগের সমতা থেকে বেশি।[14] (b) **দ্বিতীয়তঃ** অগ্রাধিকারের বিধিতে বলা হয়েছে, সুযোগের ক্ষেত্রে ন্যায়সম্মত সমতা বন্টন ব্যবস্থায় দক্ষতার চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। অর্থাৎ বন্টন ব্যবস্থাতে দক্ষ প্রশাসনের মাধ্যমে ন্যায়সম্মত করতে গিয়ে কখনোই যেন সবার জন্য সুযোগের ন্যায়সঙ্গত সমতা বিঘ্নিত না হয়।[15]

---

[13] Gauba, O.P, *An Introduction to Political Theory,* (4th Edition), Macmillan, 2006, p-383.

[14] Rawls, Jhon, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press, 1972, p-60.

[15] Ibid, p-60.

নয়া-উদারনীতিবাদের অপর এক খ্যাতিমান প্রবক্তা হলেন রবার্ট নোজিক। তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ 'The Anarchy, State and Utopia' এখানে তিনি অধিকার ও স্বাধীনতাকে যেকোন অবস্থায় অগ্রাধিকার দানের কথা বলেন। তার কারণ মানুষের অধিকারকে অগ্রাধিকার দিলে তার হকদায়িত্ব এসে যায় এবং সেই হকদায়িত্বের জোরে নাগরিক যেন সমস্ত সুযোগ ভোগ করতে পারে, যেগুলি তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলে। কিন্তু নোজিক লক্ষ্য করলেন যে, রাষ্ট্র জনগণের সার্বিক কল্যাণ করার নামে এমন সব কর্মসূচী গ্রহণ করছে, যেগুলি ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী। নোজিক, হায়েক এবং রলস্ এর মতো মুক্ত বাজার নীতির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আস্থার কথা স্বীকার করেন। তাঁর মতে অবাধ বাণিজ্য নীতি যেন এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো। **এক**- ব্যক্তি স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করবে এবং **দুই**- সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারবে।

নয়া-উদারনীতিবাদ সম্পর্কে নোজিক যে ধারণা পোষণ করেন, তার মূল বিষয়টি হল- রাষ্ট্রবাদ বিরোধী মনোভাব। এপ্রসঙ্গে Andrew Heywood বলেন, "The liberal new right is not only-statist on grounds of economic efficiency and responsiveness, but also because of its political principles notably its commitment to individual liberty."[16]

যে কোনো কল্যাণকর রাষ্ট্রের বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র নানা রকম প্রকল্প এবং কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং সেই অনুযায়ী তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। অর্থাৎ সমাজের কল্যাণের কারণে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে, তাতে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু রাষ্ট্রে উদ্দেশ্য সাফল্য মন্ডিত না হওয়ার কারণে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়, তাহলে প্রশ্ন হল এই সমস্ত সমস্যার উদ্ভবের কারণ কী? তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ সমাজে যে সমস্ত নীতিগুলি প্রযুক্ত হয় সামগ্রিক কল্যাণের

---

16 Heywood, Andrew, *Political Ideologies: An Introduction*, 5th Ed. Palgrave, 2012, p-90.

উদ্দেশ্যে সেই নীতিগুলি সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন বা সেই নীতিগুলির কার্যকারীতা সম্পর্কে দার্শনিক প্রশ্ন তোলা যেতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি, বিভিন্ন উদারনীতিবাদী তত্ত্বের মধ্য দিয়ে কিভাবে এই পেশাগত পরিচিতি সংকট তৈরি হতে পারে, তার একটি তুলনামূলক আলোচনা। এখন দেখা যাক পেশাগত পরিচিতি সংকট সাবেকি উদারনীতিবাদী তত্ত্বে কিভাবে আসে? আমরা যদি সাবেকি উদারনীতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্য গুলি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা একটি বিশেষ ভিত্তি এবং এই বৈশিষ্ট্যটি যদি থাকে তাহলে তা থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হবে পুঁজিবাদ। কারণ পুঁজিবাদের রাজনৈতিক দর্শন হল ব্যক্তি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। আর পুঁজিবাদ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হবে অর্থনৈতিক বৈষম্য যা সমাজে পেশাগত পরিচিতির সংকট তৈরি করবে।

ঠিক একইভাবে যদি আমরা আধুনিক উদারনীতিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে লক্ষ্য করি তাহলে সেখানেও দেখতে পাবো ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ। তাহলে এক্ষেত্রেও ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকার কারণে এখানেও পুঁজিবাদের জন্ম হবে এবং যা থেকে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হবে। যার ফলে আবার সমাজে পেশাগত পরিচিতির সংকট তৈরি করবে।

এখন আমরা যদি নয়া-উদারনীতিবাদের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো নয়া-উদারনীতিবাদী তত্ত্ব যে বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল উন্মুক্ত বাজার, ন্যূনতম রাষ্ট্র এবং সেইসঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতা। এক্ষেত্রে উন্মুক্ত বাজার থাকার কারণে পেশাগত পরিচিতির সংকট দেখা দেবে আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা থাকার কারণেও পুঁজিবাদের জন্ম হবে এবং তা থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হবে পেশাগত পরিচিতির সংকট।

পরিশেষে উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে, উদারনীতিবাদী তত্ত্বের যে প্রকারগুলি বিশ্লেষণ করা হল তার মধ্যেই পেশাগত পরিচিতির সমস্যাটি সুপ্তাবস্থায় বিরাজমান বলে প্রতীতি হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল এই সমস্যাটি কি থেকেই যাবে? নাকি তা মোকাবেলা করার কোন পথ পাওয়া যেতে পারে? আমরা জানি কোন বিষয়ে সমস্যা

যদি থাকে তাহলে তার সমাধানের রাস্তাও নিশ্চয়ই থাকবে, যদি আমরা সমস্যাটিকে সমাধান করতে চাই। যদিও উক্ত সমস্যা সমাধানের এখনো পর্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে কোন সদর্থক পরিকল্পনা করতে সমর্থ হয়নি ঠিকই, তবুও কতকগুলি পরিকল্পনা আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সদর্থক ভূমিকা একান্ত জরুরী বলে আমার মনে হয় অর্থাৎ কৃষিজাত পণ্যের বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন, যথার্থ বিপণন পদ্ধতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রের সদর্থক পদক্ষেপ। সেইসঙ্গে মানব-সম্পদের যথার্থ প্রয়োগ ঘটানো যায় তাহলে হয়তো এই সমস্যাটির সমাধান হতে পারে বলে আমার মনে হয়।

....

গ্ৰন্থপঞ্জী

- Banerjee, Abhijit. V, Duflo, Ether, *Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty*, Public Affairs, New York, 2011.
- Baylis, John, Smith, Steve and Owens, Patricia, *The Globalization Of World Politics,* Oxford University Press, UK, 2014.
- Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books Kitchener, 2000.
- Bhargava, Rajeev, Acharya, Ashok (Edit.), *Political Theory An Introduction*, Pearson, 2008.
- Bhattacharyya, D.C, *Political Theory*, Vijoya Publishing House, Kolkata, 2006.
- Dasgupta, Samir, and Kiely, Ray(Ed.), *Globalization and After*, Sage Publication, New Delhi, 2008.
- Ebenstein, William, *Modern Political Thought The Great Issues, 2nd Edition,* Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi, 1960.
- Erikson, Erik H, *Childhood and Society,* Paladin Grafton Books, London, 1987.
- Erikson, Erik H, *Identity- Youth and Crisis*, W.W. Norton & Company, New York, London, 1994.
- Ernest Barker (Trans), *Aristotle politics*, Oxford University Press, 1995.
- F.A. Hayek, *The Constitution of Liberty*, London, Routledge and Kegan Paul, 1960.

- Giddings F.H, *The Elements of Sociology*, London, Macmillan & Co. Ltd., 1906.
- Gisbert, P, *Fundamentals of Sociology*, Kolkata, Orient Longman Pvt. Ltd., 2006.
- Gray, John, *Liberalism* 2nd Edition, world view publication, Delhi, 1998.
- Heywood, Andrew, *Political Ideologies: An Introduction*, 4th Edition, Palgrave Macmillan, New York, 2007.
- Heywood, Andrew, *Politics,* 4th edition, Palgrave foundations, 2013.
- Hobhouse, Leonard Trelawny, *Liberalism*, Batoche Books, 1998.
- Hogg, Michael A, and Abrams, Dominic, *Social Identifications,* Routledge, London and New York, 1998.
- Hume, David, *An Enquiry Concerning Human Understanding,* Progress Publishers, Calcutta, 1999.
- Lawler, Steph, *Identity Sociological Perspectives 2nd edition*, Polity, Cambridge, 2008.
- Lawler, Steph, *Identity*, Cambridge, Polity Press, 2014.
- Locke, John, *Two Treatises of Government*, United Kingdom, C. and J. Rivington, 1824.
- MacIver, R.M. and Page C.H, *Society*, Macmillan India Ltd., 1988.
- MacPherson, C.B, *The Life and Times of Liberal Democracy*, Oxford University Press, London, 1977.
- Mill, John Stuart, *On Liberty*, Batoche Books, Kitchener, 2001.
- Mill, John Stuart, *Utilitarianism*, Batoche Books, Kitchener, 2001.
- Mises, Ludwing Von, (Ed. Bettina Bien Greaves), *Liberalism: The Classical Tradition,* Liberty Fund, Indianapolis, 2005.

- Monrouxe, L.V, *Identity, identification and medical education: Why should we care*? Med Education, 2010.
- Nozick, Robert, *Anarchy, State, and Utopia,* Blackwell, USA, 1999.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, United Kingdom, Harvard University Press, 2005.
- Rawls, John, *Political Liberalism*, Columbia University Press, New York, 1996.
- Richard, Shoemaker. S, *Personal Identity*, Basil Blackwell, Oxford, 1984.
- Richard, Shoemaker. S, *Personal Identity*, Basil Blackwell, Oxford, 1984.
- Royal College of Physicians of London, *Doctors in Society: Medical Professionalism in a Changing World*, London, UK: Royal College of Physicians of London; 2005.
- Sen, Amartya, *Identity and Violence: The Illusion of Destiny*, Penguin Books, 2006.
- Tajfel, Henri (Ed.), *The Social Dimension, Vol-2,* Cambridge University Press, London, 1984.
- Williams, Bernard, *Personal Identity and Individuation, Problems of the Self,* Cambridge University Press, Cambridge, 1973.
- আলম, ফজলুল, 'সংস্কৃতির যত শত্রু', অনন্যা, ঢাকা, ২০১৫.
- খান, মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, 'সামাজিক পরিবর্তন', কবির পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৭.
- ঘোষ, কৃত্যপ্রিয়, 'রাষ্ট্রতত্ত্ব,' পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০৬.
- ঘোষ, রামতনু,(সম্পাদিত) 'বহুমাত্রিক বিশ্বায়ন', কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫.

- ঘোষ, হিমাংশু(ভাষান্তর), ‘জর্জ এইচ স্যাবাইন- রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস’, ভ্রাতৃসংঘ, বাঁকুড়া, ১৯৮৮.
- চক্রবর্তী, শুভাশিস, ‘বাংলার তাঁত শিল্প নদীয়া জেলার একটি সমীক্ষা ১৯৪৭-২০১৪’, সেতু, মে ২০১৪.
- জন, রলস, (অনুবাদ শুভ্রা চক্রবর্তী) ‘ন্যায়বিচারের তত্ত্ব’, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৫.
- দাশ, দীপক কুমার,(সম্পাদিত) ‘রাজনীতির তত্ত্বকথা’, একুশে, ২০১৬.
- দাশগুপ্ত, সমীর, ‘বিশ্বায়ন ও তার পর’, আনন্দ দাশগুপ্ত, (সম্পাদনা), স্বাধীনতা স্বদেশ সমাজ সংস্কৃতি, গাঙচিল, বইমেলা ২০০৮.
- বাগচী, অমিয় কুমার (সম্পাদনা), ‘বিশ্বায়ন ভাবনা- দুর্ভাবনা’, (প্রথম খণ্ড), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫.
- ভট্টাচার্য, মোহিত, চক্রবর্তী, কাবেরী, ‘সামাজিক তত্ত্ব ও উন্নয়ন প্রশাসন’, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬.
- মুখোপাধ্যায়, অমলকুমার, ‘পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তা পরিক্রমা’, শ্রীধর পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২১.
- সাহা, সনৎকুমার, ‘ভাবনা অর্থনীতির বিশ্বায়ন, উন্নয়ন ও অন্যান্য’, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩.
- সেন, অমর্ত্য, ‘জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি’, আনন্দ, কলকাতা, ১৪১৫.
- সেন, অমর্ত্য, ‘পরিচিতি ও হিংসা’,(অনুবাদ ভাস্বতী চক্রবর্তী), আনন্দ, কলকাতা, ২০১০.
- হোসেন, মাসুদুজ্জামান ফেরদৌস,(সম্পাদনা), ‘বিশ্বায়নঃ সংকট ও সম্ভাবনা’, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৪.

Ripan Biswas
08/06/2023.

08/06/23

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata - 700 032